দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 09 AUG 1997
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৬

৩৬

বাণিজ্যিক শিক্ষা সংক্রান্ত কতিপয় সুপারিশ

আবদুল খালেক খান
অধ্যক্ষ, কুষ্টিয়া গভঃ কমাঃ ইন্সঃ

৪। প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়ে বাণিজ্যিক শিক্ষা ঃ
প্রাথমিক শিক্ষা শেষে অর্থাৎ অষ্টম শ্রেণী পাস করার পর ছাত্র-ছাত্রীগণ বাণিজ্যিক শিক্ষার মাধ্যমিক স্তরে অর্থাৎ চার বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা বাণিজ্যিক কোর্সে কিংবা ছয় মাস/এক বছর মেয়াদী বাণিজ্যিক সার্টিফিকেট কোর্সে ভর্তির আগ্রহ সৃষ্টির লক্ষ্যে এবং এ শিক্ষার পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পঠিত বিষয়ে বাণিজ্যিক শিক্ষা সংক্রান্ত কিছু বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।

৫। বাণিজ্যিক শিক্ষার পাঠ্যসূচী প্রণয়ন ঃ
ডিগ্রী পর্যায়ে বিবিএ কোর্স, মাধ্যমিক পর্যায়ে ডিপ্লোমা কোর্স এবং শর্ট ও লংটার্ম সার্টিফিকেট কোর্সের জন্য সমন্বিত শিক্ষাক্রম তৈরী ও বই-পুস্তক প্রণয়ন করা প্রয়োজন। বিবিএ কোর্সের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সমন্বয়ে বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করে পাঠ্যসূচী প্রণয়ন করা যায়। কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে প্রচলিত বিবিএ কোর্সকে প্রয়োজনে আরো পরিমার্জনের মাধ্যমে গ্রহণ করা যায়। দুই বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা-ইন-কমার্স-এর জন্য এনসিটিবি অনুমোদিত পাঠ্যসূচী রয়েছে। একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর জন্য প্রযোজ্য। কিন্তু মাধ্যমিক স্তর যেহেতু চার বছর মেয়াদী (নবম-দ্বাদশ শ্রেণী) করার সম্ভাবনা রয়েছে। সেহেতু বর্তমান একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর জন্য প্রণীত ও এনসিটিবি কর্তৃক অনুমোদিত ডিপ্লোমা-ইন-কমার্স-এর পাঠ্যসূচীর সংগে নবম ও দশম শ্রেণীর জন্য বাণিজ্যিক শিক্ষা সংক্রান্ত পাঠ্যসূচী প্রণয়ন করে তা বর্তমানে অনুমোদিত বাণিজ্যিক ডিপ্লোমা পাঠ্যসূচীর সাথে অধিভুক্ত করা যেতে পারে। তাহলেই মাধ্যমিক স্তরের চার বছর মেয়াদী বাণিজ্যিক শিক্ষায় ডিপ্লোমা কোর্স-এর পূর্ণাঙ্গ পাঠ্যসূচী পাওয়া যেতে পারে। ন্যাশনাল কারিকুল্যাম ও টেক্সট বুক বোর্ড (এনসিটিবি) এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।

ছয় মাস মেয়াদী শর্টটার্ম ও এক বছর মেয়াদী লংটার্ম সার্টিফিকেট কোর্স-এর জন্যও সমন্বিত কোর্স আউট লাইন থাকা প্রয়োজন। এই সার্টিফিকেট কোর্সের পাঠ্যসূচী এমনভাবে প্রণীত হওয়া প্রয়োজন যেন এই কোর্স সমাপনান্তে (১) দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে অফিসের কর্মে নিয়োগ লাভের যোগ্যতা অর্জন করতে পারে। এবং (২) অন্যদিকে সে বাণিজ্যিক শিক্ষা চ্যানেলে আরো লেখাপড়া করতে চাইলে বাণিজ্যিক শিক্ষার মাধ্যমিক স্তরের (নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী) কোন একটি উপযুক্ত শ্রেণীতে ভর্তি হতে পারে। প্রস্তাবিত বাণিজ্যিক শিক্ষা পরিদপ্তরের অনুমোদিত টাইপ রাইটিং-শর্টহ্যান্ড-কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহেই শুধু এই শর্টটার্ম ও লংটার্ম সার্টিফিকেট-ইন-কমার্স চালু হবে। নট্রামস, বগুড়া এবং ১৬টি গভঃ কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউট থেকে অভিজ্ঞ শিক্ষকদের নিয়ে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠনের মাধ্যমে এই শর্টটার্ম ও লংটার্ম সার্টিফিকেট কোর্সের পাঠ্যসূচী তৈরী করা যায়। এনসিটিবি এ ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।

৬। শিক্ষক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা ঃ
বাণিজ্যিক শিক্ষার প্রস্তাবিত ডিগ্রী, ডিপ্লোমা ও সার্টিফিকেটগুলোর বিভিন্ন মেয়াদ, পাঠ্যসূচী, তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক বিষয়ের অনুপাত, সাপ্তাহিক ক্লাস লোড ও সর্বোপরি সকল বিষয়সমূহের সাফল্যজনকভাবে পাঠদানের নিমিত্তে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী অপরিহার্য। প্রাথমিক পর্যায়ে কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউট শিক্ষকদের এক বছর মেয়াদী চাকুরীকালীন প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ থাকলেও উক্ত সুযোগ বর্তমানে নেই। ফলে, শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকগণের পাঠদানের মান এবং বিভিন্ন পদ্ধতিগত কৌশল প্রয়োগের ক্ষেত্রে ক্রমান্বয়ে ধস নেমে আসছে। এর প্রতিরোধ করা প্রয়োজন এবং এ জন্য অবিলম্বে অন্ততঃ দু'টি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট চালু করা প্রয়োজন। এ জন্য ঢাকা গভঃ কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউট ও বগুড়াস্থ জাতীয় বহুভাষী সাঁটলিপি প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমীকে কাজে লাগানো যেতে পারে। যতদূর জানা যায়, বগুড়া জাতীয় বহুভাষী সাঁটলিপি প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমী ভবনটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি অনুমোদিত প্রকল্পের আওতায় প্রাথমিকভাবে প্রায় পাঁচ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রায় ছয় একর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত। বহুতলবিশিষ্ট সুরম্য ভবন নির্মিত হয়েছে এখানে। অতএব, ডিগ্রী কোর্স, ডিপ্লোমা কোর্স-এর সাথে সাথে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী এখানে চালু করতে অবকাঠামোগত কোন অসুবিধে নেই। অনুরূপভাবে ঢাকা গভঃ কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউটেরও রয়েছে বিরাটকায় একতলা ভবন। এর ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের (Vertical expansion) মাধ্যমে অন্যান্য একাডেমিক শিক্ষা কর্মসূচীর পাশাপাশি এখানে শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।

৭। পরীক্ষা গ্রহণ ঃ
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রস্তাবিত বিবিএ পরীক্ষা গ্রহণের দায়িত্ব পালন করতে পারে। অপরদিকে চার বছর মেয়াদী মাধ্যমিক স্তরের (নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী) ডিপ্লোমা পরীক্ষা দেশের বর্তমান পাঁচটি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক গৃহীত হতে পারে। বর্তমানে দেশের ১৬টি গভঃ কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউট ও নট্রামস-এ অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের ডিপ্লোমা-ইন-কমার্স পরীক্ষা একমাত্র ঢাকা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক গ্রহণ করা হয়ে থাকে। কিন্তু দেশের ৪৬০টি থানা পর্যায়ের কলেজগুলোতে এবং থানা কেন্দ্র ছাড়াও অন্যান্য সরকারী এবং বেসরকারী কলেজেও যদি এই মাধ্যমিক স্তরের ডিপ্লোমা বাণিজ্য শিক্ষা কোর্স খোলার সুযোগ দেয়া হয় তাহলে এই শিক্ষা কোর্সে ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তির হার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাবে। ফলে, একটি মাত্র বোর্ডের মাধ্যমে এই বিপুলসংখ্যক পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা পরিচালন করা অসুবিধাজনক হয়ে পড়বে। অতএব, এই ডিপ্লোমা পরীক্ষা গ্রহণের দায়িত্ব শুধু ঢাকা বোর্ড-এর উপর কেন্দ্রীভূত না করে পাঁচটি বোর্ডে বিকেন্দ্রীকরণ করা যেতে পারে। মাধ্যমিক স্তরের চার বছর মেয়াদী কোর্সের দুই বছর শেষে অর্থাৎ নবম ও দশম শ্রেণী শেষে একটি 'টারমিনাল পরীক্ষা' হতে পারে। টারমিনাল পরীক্ষাও বোর্ড কর্তৃক গৃহীত হতে পারে। টারমিনাল পরীক্ষা শেষে পরীক্ষার্থীগণকে 'কোর্স সমাপ্ত' সার্টিফিকেট প্রদান করা যায় এবং এই সার্টিফিকেট গ্রহণকারীগণ ইচ্ছে করলে চাকুরীতে প্রবেশ করতে পারে। তবে, যারা দশম শ্রেণী শেষে টারমিনাল সার্টিফিকেট গ্রহণ করবে তারা ইচ্ছে করলে কোন প্রফেশনে প্রবেশ না করে ডিপ্লোমা কোর্স (একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী) সমাপ্তির জন্য লেখাপড়া করার সুযোগ পাবে।

ছয় মাস মেয়াদী শর্টটার্ম সার্টিফিকেট কোর্স এবং এক বছর মেয়াদী লংটার্ম সার্টিফিকেট কোর্স শেষে স্ব-স্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে। তবে কোর্স সমাপনী সার্টিফিকেট প্রদানের পূর্বে প্রার্থীদের মেধা যাচাই বিশেষ করে ব্যবহারিক বিষয়ে দক্ষতা অর্জনের মান যাচাই করার জন্য বহিরাগত শিক্ষক প্রেরণ করা যায়। মাধ্যমিক বাণিজ্যিক শিক্ষা স্তরের প্রতিষ্ঠান থেকে এ সকল শিক্ষক প্রেরণ করা যায়। প্রতিটি নতুন জেলা এরিয়া গঠন করে এরিয়াভিত্তিক এরূপ বহিরাগত পরীক্ষক প্রেরণ কর্মসূচী বাস্তবায়িত হতে পারে।

৮। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণ পুনর্বিন্যাসকরণ ঃ
বিভিন্ন শিক্ষা কর্মসূচীর জন্য মন্ত্রণালয়ে পৃথক শাখা রয়েছে। কিন্তু বাণিজ্যিক শিক্ষার জন্য কোন পৃথক শাখা নেই। ১৯৯৬ সালের প্রথম দিকেও পৃথক শাখা ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে বাণিজ্যিক শিক্ষাকে কলেজ শাখার সাথে একীভূত করা হয়। এমনিতেই কলেজ শাখার কার্যপরিধি ব্যাপক। তার সাথে বাণিজ্যিক শিক্ষা একত্র করে এ শাখার কর্মকাণ্ডকে আরো জটিল করা হয়েছে। সুতরাং বাণিজ্যিক শিক্ষার গুরুত্ব ও পরিধি বিবেচনা করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে একটি পৃথক শাখা চালু করা প্রয়োজন। এবং শুধু বাণিজ্যিক শিক্ষার জন্য সহকারী সচিব থেকে যুগ্ম সচিব ...

৯। শিক্ষক ও কর্মচারীর পদ সৃষ্টিকরণ ঃ
বর্তমান ১৬টি গভঃ কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউটের সাপ্তাহিক ক্লাস লোড, বিষয়সমূহ, পাঠ্যক্রম ইত্যাদি বিবেচনায় এবং শিক্ষক ছাত্র অনুপাতে শিক্ষক পদ সৃষ্টি করা হয়নি। এগুলোকে বর্তমানে উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচনা করা হলেও উচ্চ মাধ্যমিক কলেজে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক পদ সৃষ্টির যে বিধান রয়েছে সে বিধান কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউটের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ধরা হয় না। ফলে, বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগের বিধান অনুসরণ করা হলে প্রতিটি কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউটে যে ক্ষেত্রে ১৮ জন শিক্ষক পদ সৃষ্টি হওয়ার কথা সে ক্ষেত্রে বর্তমানে প্রতিটি ইনস্টিটিউটে অধ্যক্ষের পদসহ মাত্র ৮টি শিক্ষক পদ রয়েছে। অতএব, নতুন শিক্ষক পদ সৃষ্টি করা অত্যন্ত জরুরী। অনুরূপভাবে ১৬টি গভঃ কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউটে মোট ১৭৬টি অফিস কর্মচারীর (তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণী) পদ ছিল। যদিও এ সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল— তথাপি ১৯৮৩ সালে এনাম কমিটি এই ১৭৬টি পদ থেকে ১২৮টি পদ অবলুপ্ত করেছে। ফলে, বর্তমানে মাত্র ৪৮টি পদ চালু আছে। এ পরিস্থিতিতে ১০টি কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউটে আদৌ কোন অফিস কর্মচারী নেই। সুতরাং অফিস কর্মচারীর প্রকট সমস্যা দূর করার পদক্ষেপ হিসেবে এনাম কমিটি কর্তৃক অবলুপ্ত ১২৮টি পদ পুনরুজ্জীবিতকরণ (Rivive) প্রয়োজন এবং আরো ১৬০টি নতুন অফিস কর্মচারীর পদ সৃষ্টি করা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে।

১০। বাজেটের স্বল্পতা ঃ
কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন খাতে ব্যয় মেটানোর জন্য বার্ষিক বাজেট বরাদ্দের সময় যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করা হয় না। ফলে, একাধিক খাতে বাজেটের ঘাটতি দেখা দেয়। বিশেষ করে বিদ্যুৎ, টেলিফোন, আসবাবপত্র, কাঁচামাল ক্রয়, টিএ বিল, সিসিএমদের বেতনভাতা ইত্যাদি খাতে ব্যাপক বাজেট ঘাটতি দেখা দেয়। এগুলো বিবেচনা করে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করা খুবই প্রয়োজন।

১১। পদোন্নতি ঃ
শিক্ষকগণের পদগুলো আপ-গ্রেড করে এবং পদবী পরিবর্তন করে কলেজ শিক্ষকদের অনুরূপ (প্রভাষক, সহকারী অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক/অধ্যক্ষ) করা হলেও বিভাগীয় পদোন্নতির সুযোগ প্রায় নেই বললেই চলে। ফলে কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউটে যারা যে পদে চাকরিতে প্রবেশ করেন তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সে পদেই অবসর গ্রহণ করেন। এতে শিক্ষকগণের মধ্যে নিদারুণ হতাশা বিরাজমান। এ অবস্থার অবসান হওয়া প্রয়োজন। সরকারী কলেজ শিক্ষক ও সরকারী কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউটের শিক্ষকগণ যেহেতু একই ক্যাডারভুক্ত (বিসিএস এডুকেশন ঃ জেনারেল এডু...) কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউটের শি... কলেজেও পদোন্নতির দ্বার ... তাহলে শিক্ষকগণের পদোন্ন... এবং তাতে শিক্ষকগণের কর্ম... সংক্ষেপে, বর্ণিত ব্যবস্থা গৃহী... শিক্ষা ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক প...